রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক পোস্টার

রংপুর ও বেরোবি প্রতিনিধি
০৭ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের পর শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ১০৮তম সিন্ডিকেটে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরও ক্যাম্পাসের ভেতরে বিএনপির ছাত্রসংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের দলীয় কর্মসূচির পোস্টার লাগিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের দাবি, এক্ষেত্রে তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

গতকাল ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় এসব পোস্টার লাগিয়েছে।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা এসবের প্রতিক্রিয়া জানায়। এ বিষয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী সঞ্জয় রায় বলেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে ক্যাম্পাসে সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার্থী হয়ে রাজনীতির বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন, ‘রাজনীতির দোসররা হুশিয়ার সাবধান’ সেøাগান দিয়ে হুশিয়ার করছি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী গোলাম রহমান শাওন বলেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মহল পুনরায় রাজনীতি চালুর চেষ্টা করছে, যেখানে এই অপরাজনীতির ফলে আমাদের ভাই আবু সাঈদকে হারিয়েছি। অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। যেখানে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীর চাওয়া ও গণস্বাক্ষরের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট মিটিয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ছাত্র সংসদ খুব দ্রুত চালু হওয়ার প্রসেস চলমান। এজন্য সাধারণ শিক্ষার্থী আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছে। যেহেতু দলীয়

লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ, তাই যারা ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক পোস্টার লাগিয়েছে, তারা অপরাধ করেছে। যারা পোস্টার লাগিয়েছে, তাদের দ্রুত শাস্তির আওয়াত আনতে হবে।

এ বিষয়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক আল আমিন বলেন, এটা ছাত্রদলের পোস্টার না, এটা বিপ্লব ও সংহতি দিবসের পোস্টার। আমাদের সংগঠনের ১৪টা উইংস আছে। এর মধ্যে ছাত্রদল, যুবদলসহ সবাই এ কর্মসূচি পালন করবে। এটা কেন্দ্র থেকে দেওয়া। এই দিবস আগে জাতীয় দিবস ছিল। আওয়ামী লীগ এই দিবস বন্ধ ঘোষণা করেছে। জিয়াউর রহমানকে আবার স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ফেরদৌস রহমান বলেন, পোস্টার লাগাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। যেহেতু ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধ, তাই কোনো রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক পোস্টার থাকবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী বলেন, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। পোস্টারের বিষয়টা দেখার জন্য প্রক্টরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান তিনি।